তারিখ 30 OCT 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সংবাদ

তরুণ শিক্ষার্থীদের অর্থমন্ত্রী

শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে জ্ঞানার্জনে মনোনিবেশ কর

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

তরুণ শিক্ষার্থীদের জ্ঞানার্জনে মনোনিবেশের আহ্বান জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। গতকাল এক অনুষ্ঠানে তিনি এ আহ্বান জানান। তিনি বলেন, সৃষ্টিকর্তা আমাদের সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। তবে জন্মের সময় মানুষ একজন সাধারণ প্রাণী হিসেবেই জন্ম নেয়। কিন্তু তাকে চেষ্টা করে সেই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে হয়। সেই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে জ্ঞানার্জনের দিকে মনোনিবেশের জন্য আমি তরুণ শিক্ষার্থীদের আহ্বান জানাই।

মন্ত্রী বলেন, ভবিষ্যতে তোমরাই আমাদের স্থানে বসবে। তোমরাই একদিন অর্থমন্ত্রী হবে। জীবনে উচ্চাশা থাকা দরকার। উচ্চাশা কখনো ছাড়া যাবে না। উচ্চাশা থাকলেই সাফল্যের শিখরে পৌছাতে পারবে। মিরপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমেদ ইনডোর স্টেডিয়ামে, ডাচ-বাংলা ব্যাংকের উদ্যোগে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদানের ওই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অর্থমন্ত্রী। এদিন ব্যাংকের পক্ষ থেকে ৩ হাজারের বেশি শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক, বাংলাদেশে নিযুক্ত কানাডার রাষ্ট্রদূত বেনোয়া পিয়েরে লাঘওমে। এছাড়া ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান সায়েম আহমেদ ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক কেএস তাবারেজ।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেন, শিক্ষাবান্ধব সরকার হিসেবে বর্তমান সরকার শিক্ষাকে দারিদ্র্যমুক্তির হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেছে। শিক্ষার আধুনিকায়নে এরই মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার, মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম, কারিগরি শিক্ষার সম্প্রসারণ ও মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার মতো যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়েছে। সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগেও শিক্ষাকে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে হবে। সেক্ষেত্রে ডাচ-বাংলা ব্যাংক এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

আরেক বিশেষ অতিথি ঢাকায় নিযুক্ত কানাডার রাষ্ট্রদূত বেনোয়া পিয়েরে লাঘওমে বলেন, করপোরেট স্যোশাল রেসপনসিবিলিটির অংশ হিসেবে ডাচ-বাংলা ব্যাংক ইতিবাচক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তাদের এই বৃত্তি শিক্ষার্থীদের সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়তে সহায়তা করবে। আশা করছি শিক্ষার্থীরা এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে এবং পরিবারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

২০১৬ সালে এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৩ হাজার ৩৭ জন গরিব মেধাবী-শিক্ষার্থীকে এই বৃত্তি প্রদান করা হয়। একজন শিক্ষার্থী উচ্চ মাধ্যমিকে অধ্যয়নকালে পূর্ণ শিক্ষাবর্ষে প্রতি মাসে দুই হাজার টাকা হারে বৃত্তি পাবেন। এছাড়া পাঠ্য উপকরণের জন্য ২ হাজার ৫শ টাকা ও পোশাক পরিচ্ছদের জন্য আরও এক হাজার টাকা শিক্ষার্থীদের প্রদান করবে।

ডাচ-বাংলা ব্যাংকের বৃত্তি পেয়ে গরিব মেধাবী শিক্ষার্থীরা উত্তাল সমুদ্রে একটি ভেলা হিসেবে দেখছেন। অনুষ্ঠানে পাঁচজন শিক্ষার্থী তাদের অনুভূতি ব্যক্ত করেন। তারা হলেন সরকারি বদরুন্নেছা কলেজের ডালিয়া আক্তার ও শারমিন আক্তার, নটর ডেম কলেজের রাহাত রানা, ঢাকা কলেজের রাইসুল ইসলাম প্রমুখ। শিক্ষার্থীরা তাদের সংগ্রামী জীবনের কথা তুলে ধরার সময় পুরো অনুষ্ঠানে এক আবেগঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়।